প্রিয় নবী ﷺ এর

ক্ষমতা

08-OCTOBER-2022

১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী
ইজতিমায়ে মিলাদের সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(FOR ISLAMIC BROTHERS)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

ইজতিমায়ে মিলাদ (বারভী শরীফ) এর বয়ান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِى اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت

www.dawateislami.net

অর্থাৎ হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষনকারি ব্যাক্তি যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং মুসাহফা করে আর নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে,তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের পূর্বের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(মসনদে আবি ইয়ালা,মসনদে আনাস ইবনে মালিক,৩/৯৫,হাদীস.২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৪৪৪ হিজরীর রবিউল আউয়ালের ১২তম রাত। আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ শোকরিয়া যে, যিনি আমাদেরকে আবারো একবার এই মহান ফযীলত ও বরকত পূর্ণ পবিত্র রাত নসীব করিয়েছেন। এটা ঐ মহান রাত, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় শুভাগমন করেন।

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাত "লাইলাতুল কদরের" চেয়েও উত্তম। কেননা, বিলাদতের(জন্ম) রাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগনের রাত। যেহেতু "লাইলাতুল কদর" ছরকারে দোআলম হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)। আর যে রাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "পবিত্র সত্তা" প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশি উত্তম, যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। (অর্থাৎ শবে কদর)

(মা-সাবাতা বিস্সুন্নাহ, ১০০ পৃষ্ঠা)

যখন সমগ্র বিশ্বে কুফরী, শিরক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকার আছন্ন হয়ে গিয়েছিল, ১২ই রবিউল আউয়াল মক্কায়ে মুর্কারমায় হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হলো, যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে দিলো। ভুলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল, সেই তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করলেন।

১২ই রবিউল আউয়ালে হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমন করার সাথে সাথেই কুফরী ও শিরকের মেঘ কেটে গেলো। ইরান সম্রাট ‘কিসরার’ প্রাসাদে ভূকম্পন হল, ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হয়ে গেল, ইরানের যে অগ্নিকুণ্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল তা হঠাৎ নিভে গেলো, সা’ওয়া নদী শুকিয়ে গেল, কা’বা শরীফে ভাবাবেগ (ওয়াজ্দ) এসে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই মহান নূরানী রাতে হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের মোবারক আলোচনা করে আমাদের সত্ত্বাকে রহমত ও বরকত দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করব। আজকের বয়ানে আমরা এটাও শুনবো যে, আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কি কি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুকুমত কিরূপ শান ও মর্যদা বিশিষ্ট, তা মনোযোগ সহকারে শুনব এবং বুঝার চেষ্টা করবো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ। এই নূরানী রাতের অপুরন্ত বরকত ও রহমত অর্জিত হবে।

আসুন! বয়ানের পূর্বে আশিকে মাহে মিলাদ ও আশিকে মাহে রিসালাত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ

ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত শ্লোগান দ্বারা এই নূরানী রাতকে স্বাগতম জানাই। যদি সম্ভব হয় তবে মাদানী ঝান্ডা (পতাকা) উড়িয়ে খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মারহাবা ইয়া মুস্তফার সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছারকার কি আমদ .... মারহাবা, সারদার কি আমদ ..... মারহাবা,
আমেনা কে ফুল কি আমদ .... মারহাবা, রাসূলে মকবুল কি আমদ .... মারহাবা,
পিয়ারে কি আমদ .... মারহাবা, আচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা,
সাচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা, সুহনে কি আমদ .... মারহাবা,
মুহাম্মদ কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা,
পুর নুর কি আমদ .... মারহাবা, আকা কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সকল লোকেরা একত্র হয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে উপস্থিত হবে এবং আবেদন করবে: আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের খলিল(বন্ধু)। তখন সকলে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের কলিম। তখন সকলে হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং

তোমরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ্। তখন লোকেরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে চলে যাও।অতঃপর সবাই আমার নিকট আসবে তখন আমি বলব: আমি শাফায়াত করার জন্যই। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের অনুমতি প্রার্থনা করব। তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে এবং আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এমন "হামদ" (প্রশংসা) প্রদান করবে যা এখনো আমার জ্ঞানে উপস্থিত নেই। আমি সেই হামদগুলো(প্রশংসা) দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো এবং আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাব। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান, দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে জব পরিমাণও ঈমান রয়েছে। আমি গিয়ে তাদের বের করে আনবো। অতঃপর আবার ফিরে আসবো এবং ঐ হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং

আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। অতঃপর আমি যাবো এবং এরূপ সকলকে বের করে আনবো। অতঃপর ফিরে এসে ঐ হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ. وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ. وَسَلْ تُعْطَ. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ.اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান যার অন্তরে সরিষা দানার চাইতেও কম ঈমান রয়েছে তাদেরও বের করে আনুন। অতএব আমি যাবো এবং এমনই করবো। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৭৭, হাদীস: ৭৫১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! আমরা কখনো নিজে থেকেই আল্লাহ পাকের হামদ করতে পারবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শিখাবেন না, আমাদের হামদ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিখানো আর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হামদ আল্লাহ পাকের শিখানো আর আল্লাহ পাকের যেমন হামদ (প্রশংসা) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করেছেন এবং করবেন তা সৃষ্টি জগতে কেউ এমন হামদ (প্রশংসা) করেনি। এই জন্যই তাঁর নাম “আহমদ” (অর্থাৎ অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনাকারী)। আরো বলেন: ঐ সিজদায় হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের অতুলনীয় হামদ (প্রশংসা) করবেন এবং "মকামে মাহমুদে" আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন হামদ (প্রশংসা) করবেন যা কেউ করতে পারবে না। এই জন্যই হুযুরে আনওয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম "মুহাম্মদ" (অর্থাৎ যার অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করা হয়)। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদের বের করার জন্য জাহান্নামে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের জন্য অতি নগন্য স্থানেও তাশরীফ নিয়ে যাবেন। যদি আজ মিলাদ শরীফ বা আলোচনার মাহফিলে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন, তবে তা তাঁর দয়ায় অসম্ভব নয়। এতে তাঁর শান ছোট হবে না, বরং এতে আমাদের এবং আমাদের ঘরের শান বেড়ে যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪১৭-৪১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও শওকতের মালিক বানিয়েছেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, তামার উত্তপ্ত জমিনে খালি পায়ে যখন দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, মানুষ তার ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সেই দিন সকলেই শুধুমাত্র নিজের চিন্তাই করবে, তাছাড়া গুনাহগাররা নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে, এমনই কঠিন দিনে দয়া ও করুণাকামী আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগার উম্মতদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ

পাকের মহান দরবারে বারবার উম্মতের শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে নিজের উম্মতদের শাফায়াত করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

ছরকার কি আমদ .... মারহাবা, দিলদার কি আমদ .... মারহাবা,
আওলা কি আমদ .... মারহাবা, আ'লা কি আমদ .... মারহাবা,
ওয়ালা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা,
ইয়াসিন কি আমদ .... মারহাবা, ত্বহা কি আমদ .... মারহাবা,
মুজাম্মিল কি আমদ .... মারহাবা, মুদাস্সির কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সারা বিশ্বজগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকই এবং সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী। কোন কিছুই তার আয়ত্ত এবং ক্ষমতার বাইরে নয়। কিন্তু তিনি তাঁর আপন দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টি থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেমন- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله বিভিন্ন ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন। এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام সেই সম্মণিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাদের মর্যাদা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও উচ্চতর। তাই তাদেরকে দানকৃত মুজিযা, উৎকর্ষতা এবং ক্ষমতাগুলোও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। অতঃপর তাদের

www.dawateislami.net

মধ্য থেকেও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই পদ ও মর্যাদা অর্জিত তা কোন মুসলমানের কাছে গোপন নেই। তাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ক্ষমতা থেকে বেশি এবং সুস্পষ্ট।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন জায়গায় হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসুন! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতে করীমা শুনি:

পারা ৫, সূরা নিসার ৬৫নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং হে হাবীব! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তর সমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং অন্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

পারা ১০, সূরা তাওবা এর ২৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা, আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।

পারা ২৮, সূরা হাশর এর ৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

পারা ২২, সূরা আহযাব এর ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে প্রতীয়মান হলো, মানুষের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই ওয়াজিব। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও স্বয়ং নিজে স্বাধীন নয়।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা-২২, সূরা- আল আহযাব, আয়াত- ৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اِنْ شَآءَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে! বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করে ধন্য করেছেন যে, মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপারেও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হাকিম ও মুখতার বানিয়ে মুসলমানদেরকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকে আবশ্যক করে

দিয়েছেন। এভাবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই বিষয়েও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যা চান, যাকে চান আদেশ প্রদান করবেন এবং যে বিষয়ে চান, যখনি চান নিষেধ করবেন।

সদরুশ শরীয়া, মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র প্রতিনিধি। সমস্ত জাগতকে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার অধীনে করে দিয়েছেন। যা ইচ্ছা করবেন, যাকে ইচ্ছা দান করবেন, যার থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিবেন। সমস্ত জগতে তাঁর আদেশকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। সমস্ত জগত তাঁর প্রভাবাধীন (অর্থাৎ তাঁর আদেশের অনুগামী) এবং তিনি নিজের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো প্রভাবাধীন নয়, সকল মানুষের মালিক। যে তাঁকে নিজের মালিক মানবে না সে সুন্নাতের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল জমিন তাঁরই সম্পত্তি, সকল জান্নাত তারই নিষ্করবৃত্তি (অর্থাৎ উপহারস্বরূপ পাওয়া)। আসমান ও জমীনের সাম্রাজ্য হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অধীন, জান্নাত ও জাহান্নামের চাবি সমূহ তাঁরই পবিত্র হাতে সমর্পন করে দেয়া হয়েছে। রিযিক ও কল্যাণ এবং সকল দয়া দাক্ষিণ্য হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দরবার থেকে বন্টন করা হয়ে থাকে।

দুনিয়া ও আখিরাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানেরই একটা অংশ। শরীয়াতের আহকাম হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধীন করে দেয়া হয় যে, যার উপর যা ইচ্ছা হারাম করে দিতে পারেন এবং যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিতে পারেন। আর যে কোন ফরয চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৯-৮৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা শুনি;

ফরয হজ্বে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যখন আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের উপর হজ্ব ফরয করলেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবায় হজ্ব ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا অর্থাৎ হে লোকেরা! আল্লাহ পাক তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করে দিয়েছেন, তাই হজ্ব আদায় করো।" তখন এক সাহাবীয়ে রাসূল (হযরত আকরা বিন হাবীস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রতি বছরই কি হজ্ব করা ফরয? তিনবার তিনি এই আরয করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "لَوْ قُلْتُ:نَعَمْ لَوَجَبَتْ অর্থাৎ যদি আমি 'হ্যাঁ' বলে দিতাম, তবে প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয হয়ে যেত। **(মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, ৬৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৭)**

মনে রাখবেন! হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। যেমন- হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আকরা বিন হাবিস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ অর্থাৎ হজ্ব একবারই ফরয, যে একের অধিক করবে তা নফল হিসেবে গন্য হবে।" **(মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসির, ২/১১, হাদীস: ৩২১০)**

سُبْحٰنَ الله! হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব, ক্ষমতা ও উম্মতের চিন্তার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, প্রতি বছর হজ্ব ফরয করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও উম্মতকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য

"হ্যাঁ" বলে প্রতি বছর হজ্ব করাকে ফরয করেননি। অথচ নিজের ক্ষমতার এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যদি আমি "হ্যাঁ" বলে দিতাম তবে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেত। মনে রাখবেন! এটা কোন প্রথম ঘটনা নয় বরং অনেকবার রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের কষ্ট এবং অপারগতার দিকে দৃষ্টি রেখে শরীয়তের মাসয়ালায় আমাদের সহজতার বিশেষ নজর রাখতেন। আসুন! এই বিষয়ে প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজ ক্ষমতা এবং উম্মতের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিতাকাঙ্ক্ষিতার ব্যাপারে তিনটি বানী শুনি এবং আন্দোলিত হই,

১. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি অবশ্যই মিসওয়াককে সেই ভাবে ফরয করে দিতাম যেভাবে আমি তাদের উপর অযুকে ফরয করেছি।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ফযল বিন আব্বাস, ১/৪৫৯, হাদীস: ১৭৩৫)

২. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهٖ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি ইশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশে বা মাঝ রাত পর্যন্ত দেরী করার জন্য অবশ্যই আদেশ দিতাম।" **(তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, ১/২১৪, হাদীস - ১৬৭)**

৩. "وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ" অর্থাৎ যদি বৃদ্ধদের দূর্বলতা এবং অসুস্থদের অসুস্থতার চিন্তা না হতো, তবে এই নামায (অর্থাৎ ইশার নামায)কে অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশ্যই ফেরী করে দিতাম।" **(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৫, হাদীস: ৪২২)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মোবারক হাদীসমূহের মাধ্যমে জানা গেল, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন তবে ইশার নামাযের সময়কে পরিবর্তন করে দিতেন, তখন রাতের এক তৃতীয়াংশে বা অর্ধেক রাতের পূর্বে ইশার নামায পড়াটা জায়েজ হতো না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬৮০)** এমনিভাবে অযুর মধ্যে মিসওয়াক করাটা ফরজ করে দিতেন,তখন মিসওয়াক ছাড়া নামাযই হতো না,কিন্তু উম্মতের সহজতার জন্য এরূপ করেননি।

মনে রাখবেন! মিসওয়াক শরীফ আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ অর্থাৎ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দৌলত খানায় (ঘরে) তাশরীফ নিয়ে আসতেন, সর্ব প্রথম মিসওয়াক করতেন। **(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩)** আর রাত বা দিন যখনই আরাম করতেন জাগ্রত হয়ে অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। **(আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক লিমান কামা মিনাল লাইল, ১/৫৪, হাদীস: ৫৭)** সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, অন্যান্য সুন্নাতের উপরও আমল করা اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব তো পাবেই সাথে সাথে মুখ পবিত্রতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। যেমন-

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ অর্থাৎ মিসওয়াক মুখকে পবিত্রতা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম।"

(বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবুস সিওয়াক, ১/৬৩৭)

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, সায়্যিদ কি আমদ .... মারহাবা,
জাইয়িদ কি আমদ .... মারহাবা, তাহির কি আমদ .... মারহাবা,
হাজির কি আমদ .... মারহাবা, নাজির কি আমদ .... মারহাবা,
জাহির কি আমদ .... মারহাবা, বাতিন কি আমদ .... মারহাবা,
হামী কি আমদ .... মারহাবা, আক্বায়ে আত্তার কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হেরম শরীফের ঘাস কাটা হালাল করে দিলেন

মক্কা বিজয়ের সময় মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার হেরম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুরোধে নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রয়োজনের তাগিদে হেরম শরীফের ইজহির নামক ঘাস কাটা হালাল ও জায়িয করে দিলেন, যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মক্কা শরীফকে হেরম বানিয়েছেন। তাই না এখানকার ঘাস উপড়াবে, আর না এখানকার গাছ কাটবে।" (কেননা এসব কাজ হেরমে মক্কায় হারাম ও নিষিদ্ধ) এতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: " اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا অর্থাৎ আমাদের জন্য স্বর্ণকার এবং আমাদের ঘরের ছাদের ইজহির ঘাস কাটা জায়েয করে দিন। (এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে) অতএব নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ ইজহির ঘাসে তোমাদের অনুমতি রয়েছে।" **(বুখারী, কিতাবুল বুইউ, বাবু মা কীলা ফিস সাওয়াগ)**

www.dawateislami.net

سُبْحَانَ الله! একটু ভেবে দেখুন, হেরম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে সুস্পষ্ট ভাবে শুনার পরও হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইজহির ঘাসকে জায়িয করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। যা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ!) কোন সাধারণ মানুষ বা নিজেদের মতো মানুষ ভাবতেন না, বরং তাঁদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হারাম ও হালালের আহকামকে পরিবর্তন করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও বলেননি যে, এতে আমার কোন ক্ষমতা নেই বরং নিজে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ইজহির ঘাসকে হালাল ও জায়িয ঘোষণা করে যেন তাদের এই বিশ্বাসের উপর আপন মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার এই পর্যন্ত বর্ননাকৃত সকল ঘটনা ঐ জিনিস বা আহকামের ব্যাপারে ছিল যেখানে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ক্ষমতাবলে স্বতন্ত্র ভাবে নিজের উম্মতের সকলের জন্য সহজতা প্রদান করেছেন। এবার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার সেই মর্যদা ও মহত্ব দেখুন, কোন বিষয় যা উম্মতের জন্য তো ফরয বা ওয়াজিব, যদি কেউ তা বর্জন করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সম্মানিত হওয়ার কারণে এক বা কয়েক জনকে সেই ফরয ও ওয়াজিব বর্জন করার অনুমতি প্রদান করেন। শুধু তাই নয় কোন জিনিস যা সকল উম্মতের জন্য হারাম ও নাজায়েয আর যদি তা কেউ করে তবে

গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য সেই হারাম ও নাজায়েয জিনিসকে হালাল ও জায়িয করে দিলেন।

আসুন! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার কিছু ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

নামায ক্ষমা করাতে নবীর ক্ষমতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। এর ফরযিয়্যত অস্বীকার করা কুফরী এবং জেনে শুনে একবারও ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার। যেমন- নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অর্থাৎ দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয।" **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১)** কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপর যে, সকল উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পরও এক ব্যক্তির আবেদন কবুল করে তাকে তিন (৩) ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। যেমন-

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং এই শর্তে ইসলাম কবুল করার জন্য সম্মত হলো যে, আমি দুই (২) ওয়াক্ত নামাযই পড়ব। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা কবুল করে নিলেন। **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদুল বসিরিন, ৭/২৮৩, হাদীস: ২০৩০৯)**

মনে রাখবেন! নামায ছেড়ে দেয়ার এই অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্যদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ছেড়ে দেওয়া জায়িয নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানদের জন্য পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতাবলে তিন (৩) ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

তাছাড়া রোযার কাফফারা সম্পর্কীতও একটি ঘটনা রয়েছে, তাও শুনে নিন। কিন্তু তার পূর্বে এই মাসআলাটি মনে গেঁথে রাখুন যে, রোযা ভঙ্গ করার সাধারণ হুকুম হলো; রমযানুল মোবারকে কোন জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন) রোযা আদায়ের নিয়্যতে রোযা রাখল এবং কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে-বুঝে সহবাস করল অথবা কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে খেয়ে নিলো বা পান করলো, তবে রোযা ভেঙ্গে গেল। আর এর কাযা ও কাফফারা দু'টিই আবশ্যক। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)** (কাযা হচ্ছে সেই রোযাটি রমযান ছাড়া অন্য সময় আবার রেখে দিবে এবং) কাফফারা হচ্ছে; সম্ভব না হলে ধারাবাহিক (অর্থাৎ কোন বিরতী না দিয়ে) ৬০টি রোযা রাখবে। এটাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে পেট ভরে দু'বেলা খাওয়াবে। **(বাহারে শরীয়ত,৫ম অংশ, ১/৯৯৪)** রোযা ভঙ্গকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটিই শরীয়াতের হুকুম। কিন্তু হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মহান ক্ষমতাবলে এক সাহাবীর জন্য অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতিতে এই কাফফারা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন-

শাস্তিকে পুরস্কার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। ইরশাদ করলেন: "কোন্ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংসে পতিত করেছে?" আরয করলো: আমি রমযানে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। ইরশাদ করলেন: "তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "লাগাতার দুই (২) মাস রোযা রাখতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "ষাট (৬০) জন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে?" আরয করলো: না, এই সময় তাঁর পবিত্র খেদমতে খেজুর পেশ করা হলো। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (সেই ব্যক্তিকে) ইরশাদ করলেন: "এগুলো দান করে দাও।" আরয করলো: এগুলো কি আমার চেয়ে বেশি অভাবীকে দান করবো? অথচ পুরো মদীনায় এমন কোন ঘর নেই যা আমার সমান অভাবী।

فَضَحِكَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ حَتّٰی بَدَتۡ نَوَاجِذُہٗ وَقَالَ اِذۡھَبۡ فَاَطۡعِمۡہُ اَھۡلَكَ

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কথা শুনে মুচকি হাসলেন, এমনকি দাঁত মোবারক প্রকাশ পেলো এবং ইরশাদ করলেন: "যাও এই খেজুরগুলো নিজের পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে দাও।" (মনে করো এতেই তোমার কাফফারা আদায় হয়ে গেছে)।

(মুসলীম, কিতাবুস সিয়াম, ৫৬০/১১১১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃত

করার পর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুসলমানরা! গুনাহের এমন কাফফারা সম্পর্কে হয়তো কেউ শুনেনি। (যে রোযা ভঙ্গ করাতে) সোয়া দু'মণ খেজুর। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান করা হয় যে, নিজে খেয়ে নাও, কাফফারা হয়ে যাবে। وَاللهِ! এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ দরবার যে, শাস্তিকে পুরস্কারে পরিবর্তন করে দিলো। (তিনি আরো বলেন:) তাঁর একটি কৃপা দৃষ্টি কবীরা গুনাহ সমূকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়। তাই اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن جَلَّ جَلَالُهٗ গুনাহগারদের, ভুলকারীদের, ধ্বংস প্রাপ্তদেরকে তাঁরই দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন যে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

(পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, তখন হে মাহবুব (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযভিয়া, ৩০/৫৩১)**

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, মুস্তফা কি আমদ .... মারহাবা,
মুজতবা কি আমদ .... মারহাবা, ত্ব-হা কি আমদ .... মারহাবা,
আ'লা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাক্ষীর ব্যাপারে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাক পরস্পর লেনদেনের বিষয়ে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানানোর আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনের পারা-৩, সূরা- বাকারা'র ২৮২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে।

জানা গেলো, যে কোন বিষয়ে এক পুরুষের সাক্ষ্য শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে না, এটিই আল্লাহ পাকের নির্দেশ। যা সকল মুসলমানের জন্যই, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত খুযাইমা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে দিয়ে, যে কোন বিষয়ে তাঁর একাকী সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যর সমতুল্য করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করলেন: "مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ اَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ খুযাইমা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় বা কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার একার সাক্ষ্য যথেষ্ট।" **(সুনানে কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল আমর বিল আশহাদ, ১০/২৪৬, হাদীস: ২০৫১৬)** (অর্থাৎ তিনি সাক্ষ্য দেয়ার পর সাক্ষ্য দাতার সংখ্যা পুরণের জন্য অন্য কোন সাক্ষী প্রয়োজন নেই)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইদ্দতের হুকুমে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যদি কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করে এবং গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে চার (৪) মাস দশ (১০)

www.dawateislami.net

দিন বর্ণনা করেছেন। যেমন- সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে) যেমন- সূরা তালাক-এ বর্ণিত রয়েছে। আর এখানে গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের জন্য বর্ণিত হয়েছে। যার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত চার (৪) মাস দশ (১০) দিন। এই সময়ের মধ্যে সে না বিয়ে করতে পারবে, না স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে, না বিনা প্রয়োজনে তেল লাগাতে পারবে, না সুগন্ধী লাগাতে পারবে, না সাজতে পারবে, না রঙ্গিন ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে, না বিয়ের উৎসাহ মূলক কথাবার্তা খোলা মেলা ভাবে করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াত এবং এক তাফসীরের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে প্রতিমান হয় যে, যদি গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা যায় তবে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আসুন! এবার এই বিষয়েও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন:

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের সময় সীমা কমিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র তিন দিনের শোক পালন করার আদেশ দিয়ে দিলেন। যেমন-

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: যখন (আমার প্রথম স্বামী) হযরত জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শহীদ হলেন, তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "تَسَلَّبِیۡ ثَلٰثًا ثُمَّ اِصۡنَعِیۡ مَا شِئۡتِ অর্থাৎ তিন দিন সাজসজ্জা করা থেকে বিরত থেকে অতঃপর যা ইচ্ছা করো।" **(সুনানে কুবরা, কিতাবুল আদদ, বাবুল আহদাদ, ৭/৭২০, হাদীস: ১৫৫২৩)**

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার বিষয়ে এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর বলেন: এখানে হুযুরে আকদাস صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন যে, মহিলাদের স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫২৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অনুপযুক্ত কুরবানী পশু সম্পর্কে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈদের নামাযের পূর্বেই পশু কুরবানী করে ফেললেন, তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এর পরিবর্তে আবারো কুরবানী করো (কেননা, এই কুরবানী হয়নি)।"

তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এখন তো আমার কাছে ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চা আছে, যা এক বছরের ছাগল থেকে উত্তম। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا.وَلَنْ تَجْزِیَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ" অর্থাৎ এর পরিবর্তে এটি জবাই করে দাও, কিন্তু তোমার পর আর কারো এরূপ করা কখনোই যথেষ্ট হবেনা।"

(মুসলিম, কিতাবুল আদাহি, বাবু ওয়াক্তিহা, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শহরে কুরবানীকারীদের জন্য আবশ্যক যে, ঈদের নামায আদায় করার পর কুরবানী করা। যেমন- বাহারে শরীয়াতে রয়েছে; শহরে কুরবানী করতে হলে শর্ত হলো ঈদের নামায আদায় হতে হবে। তাই ঈদের নামাযের পূর্বে শহরে কুরবানী হবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১৫/৩৩৭)** কিন্তু যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে নিয়ে ছিলেন, তাই হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অন্য পশু কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তাঁর কাছে যেহেতু এখন শুধু ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চাই ছিল। অথচ কুরবানীর জন্য ছাগল এবং ছাগীর বয়স ১ বছর হওয়া আবশ্যক। যেমন- সদরুশ শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: কুরবানীর পশুর বয়স এমন হওয়া উচিত উট পাঁচ বছর, ছাগল এক বছর, এর চেয়ে বয়স কম হলে কুরবানী জায়িয হবেনা, বেশি হলে জায়িয বরং উত্তম। হ্যাঁ! দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা যদি এত বড় দেখায় যে, দূর থেকে দেখলে এক বছরের মনে হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৫/৩৪০)** যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কাছে শুধু মাত্র ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা ছিল, যা দিয়ে কুরবানী হতে পারে না। কিন্তু যখন তিনি তার এই সমস্যার কথা হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন, তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র তাঁকেই ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে

ইরশাদ করলেন: “তোমার পর আর কারো জন্য ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা যথেষ্ট হবেনা।

দো জাহাঁ কে তাজদার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
সরওয়ারে বা এখতেয়ার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
মালিক ও মুখতারে মা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
হামী হার বে নাওয়া, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক ব্যক্তি, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল: আমি আপনার (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান আনতে চাই। কিন্তু আমি মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি এবং মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত এবং লোকেরা বলে, আপনি (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এসবকে হারাম করেছেন। আমি (হঠাৎ করে) এসব গুনাহ তো ছাড়তে পারবো না। যদি আপনি এই বিষয়ে রাজি হয়ে যান যে, আমি এসবের থেকে মাত্র একটি খারাপ কাজ বাদ দেব, তবে আমি আপনার উপর ঈমান আনতে রাজি আছি। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও। সে ব্যক্তি এই বিষযে সম্মত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। যখন ঐ ব্যক্তি প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফিরে গেল তখন তাকে মদ দেয়া হলো, সে ভাবল; যদি আমি মদ পান করি এবং হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি মিথ্যা বললে ওয়াদা ভঙ্গ হবে, আর যদি সত্য বলি তবে তিনি আমার উপর শরীয়াতের শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং সে মদ্যপান করা ছেড়ে দিলো। অতঃপর তার ব্যভিচার করার সুযোগ হলো তখন তার মনে ঐ খেয়াল

আসলো, সুতরাং সে এই গুনাহ করাও ছেড়ে দিলো। এভাবে চুরি করার অবস্থায়ও এরূপ হলো। অতঃপর সে রাসূরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন যে, আমাকে মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এটা আমার সকল গুনাহের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ। এরপর ঐ ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন।

(তাফসীরে কবীর, পারা ১১,আত তাওবা,আয়াত ১১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনাকৃত এই সকল ঘটনা থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ মহান মর্যাদা দান করেছেন যে, শরীয়াতের আহকাম নির্ধারীত হওয়ার পরও সেই আহকামগুলোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নবীদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিয়েছেন। যেমন- মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সঠিক ও মনোনীত আকীদা হচ্ছে যে, আহকাম হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সমর্পিত। যাকে যা ইচ্ছা আদেশ করবেন। একটি কাজ কারো উপর হারাম কারবেন আবার কারো উপর মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয)। তিনি আরো বলেন: আল্লাহ পাক শরীয়তকে নির্ধারীত করে সম্পূর্ণ তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিলেন (যে, এতে যেভাবে চান পরিবর্তন ও বর্ধিত করুন) **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৮৩)** তাই আমাদের উচিৎ, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য ফযীলত ও উৎকর্ষতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা। তা ছাড়া এই

ধরণের মন মানসিকতাকে আপনার মনে কখনো স্থান দিবেন না যে, যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হালাল বলা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হালাল এবং যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হারাম করা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হারাম। বরং বিশ্বাস এটা হওয়া চাই যে, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও হাদীস শরীফ ও কোন কিছুকে হালাল ও হারাম করাকে কুরআনুল কারীমের মতো প্রমাণ ও যুক্তি রাখে। যেমন- স্বয়ং নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার প্রতি আপত্তিকারী দূর্ভাগাদের ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আসনে ভালভাবে ঠেক লাগিয়ে বসে এবং আমার হাদীস থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার পর (লোকদের বিশ্বাস নষ্ট করতে গিয়ে) বলে যে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন বিদ্যমান।

আমরা এতে যা হালাল পাবো, শুধুমাত্র তাকে হালাল এবং এতে যা কিছু হারাম পাবো, শুধুমাত্র তাকেই হারাম জানব। (অতঃপর ইরশাদ করেন:)

اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللهُ

অর্থাৎ সাবধান! যে জিনিসকে আল্লাহ পাকের রাসূল হারাম করে দেন তাও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হারামের মতোই হারাম।”

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তাযীমে হাদীসে রাসূলিল্লাহ, ১/১৬, হাদীস: ১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! যে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় কম বেশি একলক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদেরকে বিভিন্ন প্রকার মুজিযা এবং অতুলনীয় ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন- হযরত

ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام কে মৃত ব্যক্তি জীবিত করা, কুষ্ঠ ও প্লেগ রোগ দূর করার ক্ষমতা ও মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে জ্বীন আর বাতাসের উপর রাজত্ব এবং তিন মাইল দূর থেকেও পিপঁড়ার আওয়াজ শুনা ইত্যাদির মতো ক্ষমতা প্রদান করেন। আর যখন আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তখন যেহেতু তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিছুর সরদার বানানো হয়েছে, তাই আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام চেয়ে বেশি ফযীলত ও মহত্ব এবং ক্ষমতার মালিক বানালেন। এমনকি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চন্দ্র সূর্যের উপরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

নূরের খেলনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার লিখিত রিসালা "নূরের খেলনা" এর ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেন;

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূরে আকরাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে তো আপনার নবুয়তের নিদর্শন সমূহ আপনার দ্বীনে অন্তর্ভূক্তীর দাওয়াত দিয়েছিলো। আমি দেখলাম আপনি শৈশবে দোলনায় শুয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করতেন তখন যেদিকেই আপনি ইশারা করতেন, চাঁদ সেই দিকেই ঝুঁকে যেতো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম আর চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো, তা আমাকে কান্না করা থেকে ভুলিয়ে রাখতো এবং যখন চাঁদ আরশে ইলাহীর

www.dawateislami.net

নিচে সিজদা করতো তখন আমি তার তাসবীহ পাঠ করার আওয়াজ শুনতাম। **(আল খছাইসুল কুবরা,১/৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডুবন্ত সূর্য ফিরে এলো

খাইবারের নিকটস্থ স্থান সেহবায় হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আছরের নামায পড়েই হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কোলে পবিত্র মস্তক মোবারক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র মস্তক মোবারককে নিজের কোলে নিয়ে বসে আছেন।

এমন সময় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জানা হয়ে গেল যে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আছরের নামায কাযা হয়ে গেছে। তখন হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ পাক! নিঃসন্দেহে আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিলো তাই সূর্যকে আবার ফিরিয়ে দাও যেন আলী আসরের নামায আদায় করতে পারে। হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি আমার নিজের চোখেই দেখেছি যে, ডুবন্ত সূর্য আবার ফিরে এলো এবং পাহাড়ের চুঁড়ায় আর জমিনের উপর সর্বত্রই রোদ বিস্তৃত লাভ করেছিল।

(সিরাতে মুস্তফা, ৭২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মিলাদে মুস্তফার কিছু সুন্দর মুহুর্তের আলোচনা শুনি: যখন আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় শুভাগমন হয়, তখন কত তারিখ ছিলো? কোন দিন ছিলো? কি অবস্থা ছিলো? আসুন শুনি এবং ঈমান তাজা করি:

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দাদাজান হেরম শরীফে চলে আসেন। হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হলেন ঘরে একা। কেননা, শাশুড়ী এবং স্বামী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। শশুড় খানায়ে কা'বার তাওয়াফে ব্যস্ত, মনে মনে ভাবছেন আহ! এই মুহুর্তে যদি আব্দে মানাফের বংশের কিছু মহিলা আমার কাছে থাকতো! হঠাৎ দেখলেন যে, অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী মহিলায় ঘর ভরে গেল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কে? কোথা থেকে আসলেন? এবং কেন আসলেন? তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন: আমি উম্মুল বশর, সকল মানুষের মা, আদম عَلَیۡہِ السَّلَام এর স্ত্রী, হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। ২য় জন বললেন: আমি ফিরআউনের বিবি আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। ৩য় জন বললেন: আমি ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَیۡہِ السَّلَام এর মা, মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং বাকী সকল মহিলাই জান্নাতের হুর। আজ উভয় জগতের দুলহা, বিশ্ব জগতের দাতা, ফকিরদের আশ্রয় স্থল, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হবে। তাঁকে স্বাগতম এবং আপনার খেদমত করার জন্যই আমরা এসেছি হে আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا! দরজার বাইরে দৃষ্টি দিল, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ফিরিশতাদের ভীড় লেগে আছে।ঘরে হুরেরা দরজায় ফিরিশতারা, তাঁদের কাতার সমূহ আকাশে পৌঁচালো।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খতনা কৃত, নাভী কর্তিত, সূরমা লাগানো চোখ নিয়ে শুভাগমন করেন। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র বরং অপরের গোনাহের নাপাকী পাক করার জন্য শুভাগমন করেছেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: কাবার প্রতিপালকের

শপথ! কা'বা সম্মানিত হয়ে গেল। সাবধান হয়ে যাও! কা'বাকে তার ক্বিবলা ও বাসস্থান করে দেয়া হল।

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাবনত হলেন। মোবারক আঙ্গুল আকাশের দিকে উত্তোলিত ছিলো। জান্নাতি ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর ঠোঁঠদ্বয় নড়ছিল এবং আওয়াজ আসছিল: رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ। বিলাদতে(জন্ম) মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহুর্তে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে আর একটি খানায়ে কা'বার ছাদের উপর।

হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: মুস্তফার শুভাগমনের সময় এমন নূর চমকালো যে, পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি মক্কা থেকে সিরিয়ার আট্টালিকা সমূহ স্পষ্ট দেখে নিলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই সিজদা করেছেন।হায়! ঐ সিজদার সদকায় আমাদেরও সিজদার তৌফিক নসীব হয়ে যাক এবং আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে প্রথম কাতারে আদায় করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামাযের ফরযিয়্যতকে অস্বীকারকারী কাফের। হোক তার নাম ও অন্যান্য কর্মকান্ড মুসলমানদের মধ্যে। যে দূর্ভাগা এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে বুঝে কাযা করে দেয় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশিতে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কা'বার ছাদে পতাকা গেঁড়ে দিয়েছেন।

اِنْ شَآءَ الله আমরাও আমাদের হাতে এবং আমাদের গাড়ীতে ফয়যানে গুম্বদে খাযরা এবং ফয়যানে গাউছ ও ও রযার প্রতিটি পতাকা উড়িয়ে জুলুশে মিলাদে অংশগ্রহণ করবো, উচ্চ স্বরে বলুন اِنْ شَآءَ الله। اِنْ شَآءَ الله ১২ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ আজকের রোযাও রাখবো। কেননা, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন। যখন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সোমবারের রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন ইরশাদ করলেন: এই দিনেই আমি জন্মেছি এবং এই দিনেই আমার উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।সুতরাং اِنْ شَآءَ الله আমরাও আজকের রোযা রাখবো। হাত উঠিয়ে উচ্চ স্বরে বলুন اِنْ شَآءَ الله।

এই ১২তম তারিখের প্রিয় সম্পর্ক অনুসারে দা'ওয়াতে ইসলমীর ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকির, দোয়া, রাতে ইতিকাফ, ফযরের পর মাদানী হালকা এবং ইশরাক ও চাশত পর্যন্ত অংশগ্রহণ এবং নিজে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আরো দু'জন ইসলামী ভাইকে সাথে আনার নিয়্যত করে নিন। এই ইচ্ছায় হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنْ شَآءَ الله।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের খুশিতে রবিউল আউয়ালে বরং সম্ভব হলে এখনি হাতো হাত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রিয় দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।এই মোবারক মুহুর্তে আশিকানে

রাসূলের সহচর্য অর্জন করে নেক কাজ করা ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। ফরয ইলম শিখার, প্রতিদিন নেক আমল করার এবং মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد